শুরুর আগে

২০১৩ সালের শেষের দিকে হঠাৎ করে কমিউনিটি ব্লগগুলো বাংলা অন্তর্জালে বেশ পরিচিতি পাওয়া শুরু করে। অসংখ্য মানুষ নিজেদের শখের লেখালেখি আর সময় কাটানোর মাধ্যম হিশেবে ওই সকল ব্লগগুলোতে যুক্ত হয়। বলা বাহুল্য—সুযোগটাকে চমৎকারভাবে লুফে নেয় বাংলার তথাকথিত নাস্তিক-মহল এবং দিন-রাত তারা সেখানে ইসলামের নানান অনুষঙ্গ, বিধি-বিধান, আল্লাহ-নবি-রাসুল নিয়ে কটুক্তি, মিথ্যাচার আর প্রোপাগাণ্ডা চালাতে শুরু করে।

ওই সময়টায় নাস্তিকরা যতটা সাড়ম্বরে ব্লগের জগতে আসে, চিন্তাশীল মুসলিমদের পদচারণা ছিল যেন ততই মৃদু। যেহেতু মুসলমানদের তরফ থেকে পাল্টা প্রতি-উত্তর আসছিল না, ফলে ওই সকল নাস্তিক ব্লগারদের একাধিপত্যই তখন ব্লগগুলোতে বিরাজমান।

এরপর, একসময় তৈরি হলো সদালাপ ব্লগ। আমার মনে পড়ে—ওই সময়ে নাস্তিক ব্লগারদের যাবতীয় মিথ্যাচার আর অপবাদের জবাব আসতো সদালাপ ব্লগ থেকেই। শুধু জবাব-ই না, পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে চ্যালেঞ্জ করা হতো নাস্তিকদের। সদালাপ ব্লগের ওই সময়কার অনেক ভাইকে আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। সরওয়ার ভাই, আবদুল্লাহ সাঈদ খান ভাই, শাহবাজ নজরুল ভাই, রায়হান ভাই, শামস ভাই, সাদাত ভাই, মুনিম সিদ্দীকী ভাই সহ ছদ্মনামের আঁড়ালে থাকা আরো অনেক ভাইয়েরাই তখন নাস্তিকদের বিরুদ্ধে শক্ত জবাব নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আল্লাহ যেন ভাইগুলোকে উত্তম প্রতিদান দান করেন।

সূচিপত্র

বিজ্ঞান ও বিশ্বাস—যা আমাদের অজানা - ডা. রাফান আহমেদ ৯

অ্যান আপিল টু কমনসেন্স - আরিফ আজাদ ১৯

আল্লাহর অস্তিত্ব : কুরআনের আর্গুমেন্ট - মুহাম্মাদ আল বান্না ২৬

হিউম্যান : মানব না দানব? - ডা. শামসুল আরেফীন শক্তি ৩৩

নারী-স্বাধীনতা নাকি দাসত্ব? - মহিউদ্দিন রুপম ৪১

একটি প্রশ্ন, একটি উত্তর - উস্তায মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ৪৬

আলেকজান্দ্রিয়ার বইগুলো কে পুড়িয়েছেন? - আরিফুল ইসলাম ৪৯

কুরআনে এত পুনরুক্তি কেন? - নাফিস শাহরিয়ার ৫৭

কুরআনের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি বর্তমান হতে ভিন্ন? - মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার ৫৯

দাসপ্রথা ও ইসলাম - মুহাম্মাদ সাদাত ৬৫

উৎসর্গের উৎসবে - মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার ৭৭

আবু লাহাবের ব্যাপারে অভিশাপপূর্ণ বাণী প্রসঙ্গ - নাফিস শাহরিয়ার ৮২

স্রষ্টার প্রজ্ঞার অনন্য এক নিদর্শন—নাসখ - শিহাব আহমেদ তুহিন ৮৮

বকরির পেটে কুরআনের আয়াত! - মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার ১০১
কুরআনের আয়াত-সংখ্যার গণনায় ভিন্নতা কেন? - মুহাম্মাদ শাকিল হোসাইন ১০৮
আগে ও পরে মারা যাওয়া ব্যক্তি কি সমান শাস্তি পাবে? - মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার ১১৬
হিজড়াদের হত্যা করা! - উস্তায মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ১২০
তবে কি বিজ্ঞান একাই লড়েছিল? - মুরসালিন নিলয় ১২৮
স্রষ্টা থাকতে মানুষ কেন অনাহারে থাকে? - নাফিস শাহরিয়ার ১৩৪
অলৌকিক কিছু ঘটলে পরে... - নাফিস শাহরিয়ার ১৪৩
ইসলামে দাসীদের ব্যাপারে বিধান - মুহাম্মাদ সাদাত ১৪৮
ভিন্ন কিরাআতে ভিন্ন কথা! - উস্তায মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ১৬৬
তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র - জাকারিয়া মাসুদ ১৭৩

বিজ্ঞান ও বিশ্বাস—যা আমাদের অজানা

ডা. রাফান আহমেদ

ছেলেবেলায় বিজ্ঞানের প্রথম যে বইটি আমি হাতে পেয়েছিলাম—তা ছিল একটি সায়েন্স ফিকশন; মজাই লাগত পড়তে। ভবিষ্যতের নায়ক বাইভার্বেল নামক এক অদ্ভুত বাহনে চড়ে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে, হাতে থাকা ক্রিস্টাল স্ক্যান করতেই মুহূর্তের মাঝে হলোগ্রাফিক মানুষ যান্ত্রিক কণ্ঠে 'হ্যালো' বলে উঠছে, মাথার পেছনে থাকা পোর্ট দিয়ে সরাসরি তাকে কম্পিউটারের সাথে যুক্ত করা হচ্ছে; ফলে সে প্রবেশ করছে পরাবাস্তব জগতে! এমন আরও কত কী! গাদা-গাদা সায়েন্স ফিকশন পড়ার পর বর্তমান বিজ্ঞানের বই হাতে আসার পর জেনেছি—সেগুলো ছিল পপুলার সায়েন্সের বই; সংক্ষেপে এদের বলা হয় পপ সায়েন্স। এগুলোতে দেখি বিজ্ঞানের জয়জয়কার; শুধু চমক লাগানো তথ্য আর ছবির সমাহার। পড়ালেখা বাদ দিয়ে গোগ্রাসে গিলতাম সেগুলো। বিজ্ঞান সম্পর্কে এমন ধারণা নিয়েই হয়তো চলতাম; যদি না বিজ্ঞানকে আমার আদর্শিক অবস্থানের বিপরীতে দাঁড় করানো হতো।

ভার্সিটি লেভেলে উঠে যখন আরও বড় একটি জগতের সাথে পরিচয় ঘটে, তখন আগের জীবনে শেখা অনেক কিছুতেই সংশয় আসতে শুরু হয়। এই পথে একসময় প্রায় হারিয়ে ফেলি আমার পরিবার থেকে পাওয়া ইসলামের প্রতি বিশ্বাস (পরে জেনেছিলাম—সেই বিশ্বাসটাও আসলে ফোক ইসলাম ছিল, মূল ইসলাম না)। এই হারিয়ে ফেলার পেছনে নাস্তিকদের প্রচার করা একটি ন্যারেটিভ ভূমিকা রেখেছিল। তাদের মতে, বিজ্ঞান হলো কেবলই যুক্তি-প্রমাণসিদ্ধ সত্যের ঘনঘটা। আর ধর্ম

হলো অপ্রমাণিত কিছু বিশ্বাসের ডালা। বিশ্বাসের বালাই বিজ্ঞানের গণ্ডিতে নেই। বাংলাদেশের একজন জনপ্রিয় বিজ্ঞানপ্রচারকের ভক্ত হওয়ার কারণে তার লেখা থেকেই বিজ্ঞান আর ধর্মের তফাতটা চট করে শিখে ফেলি। তিনি বলেছেন—

'ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস, কাজেই ধর্মগ্রন্থে যা লেখা থাকে সেটাকে কেউ কখনো প্রশ্ন করে না, গভীর বিশ্বাসে গ্রহণ করে নেয়। বিজ্ঞানে বিশ্বাসের কোনো স্থান নেই।'[১]

অধিকাংশ মানুষ চিন্তা ছাড়াই সমাজের প্রচলিত ন্যারেটিভ মেনে নেয়, সেলিব্রেটিদের অনুসরণ করে; আমিও তাই করতাম হয়তো; কিন্তু কী যেন বাদ সেধে বসল। ভাবলাম—একটু বিদ্রোহী হই; মেনে নেওয়ার আগে পরখ করে দেখি। পরখ করতে গিয়ে দেখি, ওরে বাপস্, এ যে কেঁচো খুঁড়তে সাপ! গল্পটা বলি একটু।

গরম চা রেডি তো? চায়ে চুমুক দিয়ে পড়ার মজাই আলাদা।

☆☆☆

বিজ্ঞান পড়তে গিয়ে প্রথমেই আগ্রহ জাগে বিজ্ঞান কাকে বলে, তা বোঝার। ইন্টারনেট ও ইউটিউব ঘুরে জানতে পারি, বিজ্ঞান-দর্শন (Philosophy of science) বলে একটা বিষয় আছে; আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ানো হয়। বিজ্ঞানীরা বস্তুজগতের নানা বিষয়; যেমন: মৌল বা যৌগ, কোনো প্রাণী, পদার্থের গতিবিধি ইত্যাদি গবেষণা করে সিদ্ধান্ত দেন; আর বিজ্ঞানের দার্শনিকেরা কীভাবে বিজ্ঞানীরা এসব সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন অর্থাৎ তাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তি কী তা নিয়ে গবেষণা করেন। সোজা কথায়—

বিজ্ঞানের কর্মপদ্ধতি, এর অনুমান, উপযোগিতা, সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি নিয়ে কলম চালান। এ নিয়ে বেশকিছু বইও পড়ে ফেললাম। বিভিন্ন ধরনের একাডেমিক বই। আগ্রহ এতই চরমে উঠল, মেডিকেলের নাভিশ্বাস তোলা পড়াশোনার মাঝেও এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় ও ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন কোর্সও করে ফেলি। এই পড়াশোনার মাঝেই বুঝতে পারি, বিজ্ঞানের দর্শন সম্পর্কে অধিকাংশ বিজ্ঞানী সামান্যই ধারণা রাখেন। বিজ্ঞানের সুফলই তাদের জন্য যথেষ্ট, আমাদের জন্যও

---

[১] *একটুখানি বিজ্ঞান*, মুহম্মদ জাফর ইকবাল; পৃষ্ঠা : ১৩ (কাকলী প্রকাশন, ২০০৬)

তা-ই। আমি যে ফিল্ডে কাজ করি, সেখানেও একই দশা। আপনি ১০০ জন মেডিসিনের প্রাজ্ঞ প্রফেসরকে যদি জিজ্ঞেস করেন মেডিসিনের দর্শন পড়েছেন? আপনার কথা শুনে তারা আপনাকে পাগল ঠাওরাবে। অথচ আমি নিজেই বিজ্ঞানের দর্শনের পেছনে ছুটতে ছুটতে মেডিকেলের দর্শন নিয়ে লেখা একাডেমিক বইও পেয়ে গেছি।

বিজ্ঞানের দর্শন পড়ে জানতে পারি, বিজ্ঞান তার গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার আগেই কিছু ধারণাকে 'ঠিক' বলে 'ধরে নেয়'; অন্যভাবে বললে, 'বিশ্বাস করে নেয়'! এগুলোকে বলা হয় এসাম্পশান/প্রিসাপজিশানস অব সায়েন্স (assumption or presupposition of science)! নামকরা একজন একাডেমিকের বইতে প্রিসাপজিশানের সংজ্ঞায় দুটি বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে[১]—এক. প্রারম্ভিক ধারণা। দুই. যা যাচাই বা প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

এইবার লেগে গেল খটকা! এতদিন কোন বিজ্ঞান শিখলাম মুখরোচক বই পড়ে! একাডেমিক বই দেখি মুখ তেতো করে দিলো! এতদিন বিজ্ঞান শিখে এলাম—বিজ্ঞান মানে যুক্তি-প্রমাণের তীক্ষ্ণ ধার। এর মধ্যে বিশ্বাসের ভোঁতা ছুরি ঢুকে গেল কীভাবে! নামকরা একাডেমিক প্রকাশনীর একটি বইতে ইমেরিটাস অধ্যাপক[২] লিখেছেন[৩]—

> [S]cience based on a set of presuppositions or beliefs that cannot be proved by logic or firmly established by evidence. If this proposition is correct, then it would be reasonable to conclude that since science rests on a foundation of statements that are assumed to be true but that cannot be proved/firmly established, science fundamentally is a matter of faith! A statement that many scientists would find shocking due to their lack of serious reflection on the foundations of their fields of endeavor and

---

[1] *Scientific Method in Practice*, Hugh G. Gauch Jr.; P. 131 (Cambridge: Cambridge University Press, 2003)

[২] ইমেরিটাস একটি ল্যাটিন শব্দ। এর আক্ষরিক অর্থ প্রবীণ সৈন্য। বিশ্বজুড়ে এই উপাধি কেবল বিশিষ্ট অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদদের প্রদান করা হয়। তাদের কর্ম ও স্বতন্ত্র অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মাননা। জ্ঞান, মান ও চলমান গবেষণার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় তাদেরকে রেখে দিতে চান।

[3] *Research Methodology : The Aims, Practices and Ethics of Science*, Peter Pruzan, p. 44 (Switzerland: Springer, 2016)